THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

বাংলাদেশে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং দ্রুত দারিদ্র্য কমানোর চাবিকাঠি কর্মসংস্থান সৃষ্টি-বিশ্বব্যাংক

ঢাকা, নভেম্বর ২৫,২০২৫- আজকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০১০ থেকে ২০২২ এই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে ফলে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পয়:নিষ্কাশনের মত জরুরী সেবাগুলো পাওয়াটাও সহজ হয়েছে। তবে ২০১৬ সাল থেকে দারিদ্র্য কমার গতি ধীর হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কম অর্ন্তভুক্তিমূলক হচ্ছে।

'বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য মূল্যায়ন ২০২৫' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ থেকে ২০২২ সময়ে চরম দারিদ্র্য ১২.২% থেকে কমে ৫.৬% এবং মাঝারী দারিদ্র্য ৩৭.১% থেকে কমে ১৮.৭ শতাংশে দাড়িয়েছে। তবে প্রায় ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা অন্য যেকোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের মুখে পড়ে আবারো দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়ে গেছে।

২০১৬ সালের পর থেকে তুলনামূলকভাবে কম অর্ন্তভুক্তিমূলক হয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপথ বদলে গেছে। দেখা গেছে, প্রবৃদ্ধির সুফল পেয়েছেন ধনী মানুষেরা, ফলে আয় বৈষম্য বেড়ে গেছে। কৃষির ওপর ভর করে গ্রামীণ এলাকাগুলো দারিদ্র্য হ্রাসে নেতৃত্বের ভূমিকায় চলে গিয়েছে। একই সময়ে শহরে দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমেছে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন বাংলাদেশী শহরে বাস করতে শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভূটানের বিভাগীয় পরিচালক জ্যঁ পেম বলেন " *বহু বছর ধরে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে সাফল্যের জন্য পরিচিত। কিন্তু পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, জলবায়ু ঝুঁকি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি কমে যাওয়ায় শ্রম আয়ও কমেছে।*" তিনি আরো বলেন, "*প্রথাগত ভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি বাড়ানো যাবেনা। দারিদ্র্য কমানো এবং মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করার সবচে কার্যকর উপায় হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে যুবক, নারী এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করা। অর্ন্তভুক্তিমূলক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চাইলে সবচে জরুরী হবে দারিদ্র্য-বান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক কৌশল গ্রহন।*"

উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি স্থবির, এর বদলে কম উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে, এতে সবচে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নারী এবং তরুণেরা। প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে একজন বেকার, আর প্রতি ৪ জন শিক্ষিত নারীর মধ্যে একজনের কর্মসংস্থান নাই। শহওে, বিশেষ করে ঢাকার বাইওে, কর্মসংস্থান তৈরী একেবারে স্থবির হয়ে গেছে, ফলে শ্রমশক্তির অংশগ্রণ বিশেষ করে নারীদের মাঝে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহন অনেক কমে গেছে। ১৫-২৯ বছর বয়সী সব তরুণ-তরুণীদের প্রায় অর্ধেক কম মজুরীতে কাজ করছেন যা শ্রমবাজারে চাহিদা ও দক্ষতার মধ্যে অসঙ্গতির ইঙ্গিত দেয়।

লাখ লাখ বাংলাদেশীর জন্য দরিদ্র অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি মাধ্যম হচ্ছে অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন। প্রবাস আয় দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করেছে, তুলনামূলকভাবে গরীব পরিবারগুলো এটা থেকে সবচে বেশি উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু দেশের মধ্যে অভিবাসী হওয়া কর্মীরা শহরের ঘিঞ্জি এলাকাতে জীবন-যাপন করেন যেখানে জীবন যাত্রার মান নিম্ন। আর স্বচ্ছল পরিবার ছাড়া আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ নেওয়া যায়না কেননা বিদেশ যাওয়ার খরচ খুবই বেশি।

যদিও বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বেড়েছে তবে সেখানে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং উপকারভোগী নির্বাচন লক্ষ্যভিত্তিক নয়। দেখা গেছে, ২০২২ সালে সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাওয়াদের মধ্যে ৩৫ শতাংশই ধনী পরিবার

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

যেখানে অতি দরিদ্র পরিবারের অর্ধেকও এই সুবিধা পায় নাই। তাছাড়া, ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ বেশিরভাগ সময়েই লক্ষ্যভিত্তিক হয়না, এমনকি বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং সারে সরকার যে ভর্তুকি দেয় তার সিংহভাগ অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারগুলো পায়।

দারিদ্র্য এবং বৈষম্য কমাতে সহায়ক হবে এমন ৪টি প্রধান নীতিগত করণীয় চিহ্নিত করেছে এই প্রতিবেদন: উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের ভিত্তি মজবুত করা, দরিদ্র এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য বেশি করে শোভন কাজের ব্যবস্থা করা, আধুনিক প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিনিয়োগ এবং ব্যবসা সহায়ক বিধিবিধান তৈরী করে দরিদ্র-বান্ধব বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী রাজস্ব নীতি এবং কার্যকর ও লক্ষভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ এবং প্রতিবেদনটির অন্যতম লেখক লেখক সার্জিও অলিভিয়েরি বলেন, *"বাংলাদেশ আঞ্চলিক বৈষম্য বিশেষ করে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য বেশ কমিয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি আঞ্চলিক বৈষম্য বিশেষ করে শহর ও গ্রামের বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।"* তিনি আরো বলেন, *" আমাদের দারিদ্র্য মূল্যায়ন দেখিয়েছে যে উদ্ভাবনী নীতি গ্রহন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শহরে গুণগত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিতে দরিদ্র-বান্ধব মূল্য-শৃংখল নিশ্চিত করা এবং কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসের গতি পুনরুদ্ধার ও ত্বরান্বিত করতে পারে এবং সমৃদ্ধিতে সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে।"*

যোগাযোগ:

ঢাকায়: মেহরীন আহমেদ মাহবুব, mmahbub@worldbank.org

ওয়শিংটনে: ডায়ানা চুং, dchung@worldbank.org

Download report:
For more information, please visit: http://www.worldbank.org/bd
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh

Official Use Only